মৌলবাদী ৩ নেতা বিপাকে এবার...

রিপোর্ট : **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

ধর্মীয় জঙ্গিবাদভিত্তিক রাজনীতি ক্রমশ দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। দেশের অর্থনীতির একটা বিরাট অংশ এখন মৌলবাদীরা নিয়ন্ত্রণ করছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে মৌলবাদী দলগুলো নিজেদের অবস্থান সুসংহত করেছে। এরপর ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশে একযোগে বোমাবাজি করে জেএমবি হইচই ফেলে দেয়। পরবর্তীতে আদালত হামলা চালিয়ে, বিচারক হত্যা করলে তাদের ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক রূপ জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। ইসলাম কায়েমের নামে মৌলবাদীদের এ বীভৎসতা সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলে।

দীর্ঘদিন সরকার জেএমবির অস্তিত্ব অস্বীকার করে আসলেও শেষ পর্যন্ত কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। সারা দেশে মৌলবাদীদের এ উন্মাদনা প্রভাব ফেলেছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে। জামায়াতের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, শরিয়া সদস্য দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনীর নির্বাচনী এলাকায় জঙ্গী হামলার প্রভাব পড়েছে। ২০০১-এর নির্বাচনে ধর্মকে ব্যবহার করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হলেও এবার পরিবেশ পাল্টে গেছে।

পাবনা-১ (বেড়া-সাঁথিয়া) : বেড়া পৌরসভা, নাকালিয়া, নতুন ধারেঙ্গা, কৈটোলা নিয়ে বেড়া উপজেলা গঠিত। সাঁথিয়া পৌরসভা, সদর ইউয়িন, করমোজা, কাশীনাথপুর, ক্ষেতুপাড়া, গৌরিগ্রাম, নন্দনপুর, ধোপাদহ আর আতাইখোলা, গুলবাড়িয়া, ধুলাউড়ি, নাকভাঙ্গা ইউনিয়ন নিয়ে সাঁথিয়া উপজেলা গঠিত।

বেড়া-সাথিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে '৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, '৯৬ সালে আওয়ামী লীগের অধ্যাপক আবু সাইয়িদ এবং ২০০১ সালে মতিউর রহমান নিজামী বিজয়ী হন। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে থেকে রাজশাহী অঞ্চলের মহিলা জামায়াত কর্মীরা দলবেঁধে বাড়ি বাড়ি ভোট চায়। তারা পবিত্র কোরআন হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি মহিলাদের নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি ইসলাম বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে নিজামীকে ভোট দেয়ার অনুরোধ জানায়। মূলত জামায়াতের এ মহিলা কর্মীরাই নিজামীর বিজয় নিশ্চিত করে। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ করেও পরাজিত হন। তবে এ পরাজয়ের পেছনে দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল।

মতিউর রহমান নিজামী

দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

ফজলুল হক আমিনী

এবার অবশ্য পরিস্থিতি ভিন্ন। নিজামী প্রথমে কৃষিমন্ত্রী ও পরে শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করলেও উন্নয়নমূলক কাজ তেমন একটা হয়নি। তবে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে নিম্নপর্যায়ে সাধারণ কর্মীদের প্রচুর ক্ষুদ্র আয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুসলিম এইড এনজিও তৎপর রয়েছে মাদ্রাসা, মসজিদ উন্নয়নে। এ নির্বাচনী এলাকার সাধারণ মানুষ মনে করে জামায়াত ও জেএমবির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সে ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ইস্যু এবার কোনো ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। নিজামী গুরুত্বপূর্ণ দুটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করলেও এলাকার উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছেন। বেড়া-মাধপুর মিনি হাইওয়ে করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এলাকায় নতুন করে কোনো রাস্তা হয়নি। বেড়া বন্দরের উন্নয়ন হয়নি যা নির্বাচনী অন্যতম ওয়াদা ছিল। স্থানীয় জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধেও উন্নয়নের কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচির অর্থ চুরির অভিযোগ রয়েছে। চরাঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। একই সঙ্গে এ আসনে বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে জামায়াতের বিরাট দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। বিগত প্রায় পাঁচ বছরে যতটুকু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তার তত্ত্বাবধান করেছে জামায়াত কর্মীরা। বিএনপি নেতা-কর্মীরা বঞ্চিত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যার ফলে তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। জামায়াতের যেকোনো কর্মসূচিতে বিএনপি নেতা-কর্মীদের দেখা যায় না। জামায়াত-বিএনপি দ্বন্দ্ব ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে।

অপরদিকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক আবু সাইয়িদ নির্বাচনে পরাজিত হবার পর থেকেই মাঠে রয়েছেন। পরাজয়ের কারণ খুঁজে বের করে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। নির্বাচনী এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি-জামায়াতও নিরপেক্ষ ভোটার নির্ণয় করে তার ওপর ভিত্তি করে গণসংযোগ করছেন। বেড়া-সাঁথিয়া এলাকায় তিনি 'যত হাঁটা তত ভোট' প্রথা চালু করেছেন। ম্যান টু ম্যান, এবং ডোর টু ডোর' ভোট চাওয়ার নীতি তাকে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছে। পাশাপাশি মৌলবাদবিরোধী চিন্তাচেতনা ও অবগত আওয়ামী লীগ আমলে তার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিরপেক্ষ ভোটারদের ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এতে করে আগামী নির্বাচনে এ আসনে জামায়াত আমিরকে তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। তবে পাল্লা আওয়ামী লীগের দিকেই ভারী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (আশুগঞ্জ-সরাইল) : সরাইল উপজেলার সরাইল সদর, কালিকচ্ছ, উরুয়াল চুনটা, পাকশিমুল, শাজাহাদাপুর, শাহবাজপুর, দেওড়া, মসলিমপুর, পূর্বতাল শহর, পানিশ্বর উত্তর, বুধন্ডি, চান্দুরা, বুধল, নোয়াগাঁও এবং আশুগঞ্জের দুর্গাপুর ইউনিয়ন নিয়ে এ নির্বাচনী এলাকা গঠিত।

২০০১ সালের নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী ৪৩ হাজার ২৬০ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের আব্দুল হালিমকে

পরাজিত করেন। আমিনী ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন। '৯১ ও '৯৬ সালে অবশ্য এ আসনে আমিনীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরে বড় হুজুরের মুরিদরা এনজিও ধ্বংশে লিপ্ত হয়। পুলিশের গুলিতে সেদিন ৬ জন মারা যায়। আমিনীর নেতৃত্বে সেদিন বাংলাদেশ রেলওয়ের ১ কোটি টাকার সিগনাল সিস্টেম ধ্বংস করা হয়। আন্দোলন করে, ইসলামী জনসভা করে আমিনী ফতোয়া দেন, 'ওয়াজ শুনলে বেহেস্তে যাবে'। পাশাপাশি ভোট দিলেও বেহেস্তে যাবে বলে ঘোষণা দেন। আমিনীর প্রচারণায় এটাই বোঝানো তিনি এমপি হলে এবং দল ক্ষমতায় গেলে এনজিওগুলোকে মসজিদ-মাদ্রাসা বানানো হবে। আমিনী এমপি হয়েছে দল ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু মানুষ বেহেস্ত পায়নি, এনজিওগুলো মসজিদ-মাদ্রাসা হয়নি। বরং নির্বাচনী এলাকায় তেমন কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি।

মৌলবাদী নেতাদের মুখোমুখি অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, কামাল আহমেদ ও মো: জসিমউদ্দিন খান (বা থেকে)

এলাকায় কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির টাকা ও খাদ্য বিতরণ করে মসজিদের ইমাম এবং মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। এলাকাবাসীর অভিযোগ, টাকা বা গমের বিরাট একটা অংশ চুরি হয়ে যায়। যার ফলে আলেমদের প্রতি জনগণের যে অন্ধ বিশ্বাস ছিল তা এখন আর নেই। এ এলাকায় সুদ ব্যবসার বিরাট সিন্ডিকেট রয়েছে। যার সঙ্গে এক শ্রেণীর তথাকথিত আলেম, বিএনপি নেতা ও আওয়ামী লীগ নেতারা জড়িত। এ ব্যবসায় আশুগঞ্জে সুদর লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য ২০টি মোটরসাইকেল ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এখানে এনজিওরা ১০০ টাকায় সুদ নেয় ১.৫০ টাকা, সিন্ডিকেট সদস্যরা সুদ নেয় ১০০ টাকায় ১০ টাকা। সুদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কায়ই ২০০১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি হুজুররা আন্দোলনে নামে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এ সুদ ব্যবসার অনেকেই ইসলামী ঐক্যজোটের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এলাকায় বিগত নির্বাচনে 'হুজুর হুজুর' যে জিকির উঠেছিল তা শেষ হয়ে গেছে। পাশাপাশি নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ না করতে পারায় জনগণ আমিনীকে ভালো চোখে দেখছে না। এ আসনের জনপ্রিয় বিএনপি নেতা উকিল আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে আমিনীর সম্পর্ক সাপে-নেউলে। একে অপরের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। বিএনপি এখন আমিনীর প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে।

২০০১ সালের নির্বাচনে মনোনয়নবঞ্চিত হয়ে সরাইল থানা আওয়ামী লীগের বর্তমান সহসভাপতি ইকবাল আজাদ দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা করে রাস্তায় ব্যারিকেড দেন যা আমিনীর বিজয়ী হবার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

এবার অবশ্য পরিবেশ ভিন্ন। ধানমন্ডি থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও আশুগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল আহমেদ, থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল হালিম, সাধারণ সম্পাদক রফিক ঠাকুর ও সিনিয়র সহসভাপতি ইকবাল আজাদ একযোগে কাজ করছেন। ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগ চায় আসনটি উদ্ধার করতে। একদিকে আওয়ামী লীগের ঐক্যবদ্ধতা অপরদিক বিএনপির আমিনী হটাও আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোটকে বেশ বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে।

পিরোজপুর-১ (নাজিরপুর-পিরোজপুর সদর) নাজিরপুর থানার মাটিডাঙ্গা ইউনিয়ন, শাঁখারীকাঠি, মালিখালী, দেউলবাড়ী দোবড়া, শ্রীরামকাঠি, নাজিরপুর সদর পৌরসভা, মাটিয়া ইউনিয়ন এবং পিরোজপুর সদরের শিকদার মল্লিক, কদমতলা, কলাখালী, দুর্গাপুর, টোনা, শারিকতলা, ডুমরিতলা, শংকরপাশা ইউনিয়ন নিয়ে পিরোজপুর-১ নির্বাচনী এলাকা গঠিত। এছাড়া ইন্দুরখালী থানার বালিপাড়া, বার্তশেঠপাড়ের হাট এ নির্বাচনী এলাকায় পড়েছে। মোট ১৮টি ইউনিয়ন নিয়ে এ নির্বাচনী এলাকা গঠিত। এ আসন থেকে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে পরপর দু'বার জামায়াত নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে তিনি ৩৩ হাজার ৫৬২ ভোটে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে হারান। আওয়ামী লীগ মনোনীত সুধাংশু শেখর হাওলাদারের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল আওয়ালের সরাসরি বিরোধিতা করা। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা হলেও আওয়ামী লীগের স্ববিরোধী নীতির ফলে সাঈদীর বিজয় সুনিশ্চিত হয়েছে।

এবারে অবশ্য ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায়। নন্দিত সাঈদী নানা কারণেই 'নিন্দিত' হয়েছেন, সারা দেশে যে ভয়াবহ জঙ্গি উত্থান হয়েছে, তার পেছনে মাওলানা সাঈদীর ওয়াজ-মাহফিল বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। জেলা যুব উন্নয়ন একাডেমী, ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, জেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণ করায় সাঈদী বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। তবে এসব কাজের তদারকিতে জেলা জামায়াত নেতা মাওলানা শফিকের প্রাধান্য থাকায় বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা ক্ষোভের আগুনে পুড়ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পরতে পারে আগামী নির্বাচনে।

পিরোজপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সুধাংশু শেখর হাওলাদার মারা যাওয়ায় এখানে মনোনয়ন-প্রত্যাশীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি এটিএম আব্দুল আউয়াল, বিশিষ্ট শিল্পপতি জসিম উদ্দিন খান, সাধনা হালাদার, অ্যাডভোকেট এমএ সালাম তালুকদার প্রমুখ এবার আওয়ামীলীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী।

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী যেই হোক, সব নেতা দলের পক্ষে কাজ করলে জামায়াত আসনটি হারাতে পারে। এ ক্ষেত্রে জামায়াত সাংসদ নিয়েছেন ভিন্ন কৌশল। আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী যেকোনো একটি গ্রুপ হাতে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সাঈদী এক সময় তার ইসলামী জলসায় নারী নেতৃত্ব, নারীর শরীর নিয়ে নানা মন্তব্য, সর্বশেষ নারী নেতৃত্ব কবুল ও মঞ্জুর করায় আগের সেই ইমেজ আর নেই। মানুষ এটাকে স্ববিরোধী আচরন মনে করছেন। এখন অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে হারাম-হালাল বিচার না করায় তার ইসলামী বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উন্নয়নে বরাদ্দের ক্ষেত্রে, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ক্ষেত্রে যে অভিযোগ হয়ে থাকে তা জামায়াতের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে তা এখনও উচ্চারিত হচ্ছে। নৈতিক চরিত্রে তথাকথিত আলেম ও গম চোর চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের যেনো কোনো পার্থক্য থাকছে না, যা আগামী নির্বাচনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। ১৯৭১ সালে হুলারহাট লঞ্চঘাটে একজন সাধারণ তাবিজ বিক্রেতা মাওলানা সাঈদী কীভাবে স্কুল, মাদ্রাসা, এতিমখানা, মসজিদ, ইসলামী পাঠাগার নির্মাণ করছেন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সর্বশেষ, বিদেশীদের টাকা নিয়ে ঢাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পত্র-পত্রিকায় আসায় নানাভাবে সমালোচিত হচ্ছে তিনি।

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং পরবর্তী আরব বিশ্ব ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে ক্রমেই এলাকায় তার নাম আলোচিত হচ্ছে যা আগামী নির্বাচনে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টির ঐক্য হলে এবং সে প্রার্থী জামাল হায়দার হলে সাঈদীর পরাজয় নিশ্চিত হতে পারে বলে এলাকাবাসী মনে করেন।